যুগান্তর

তারিখ : 18 OCT 2002
পৃষ্ঠা – ১ কলাম – ৭

# রাবি'র ৮ হলে সেনা তল্লাশি : ছাত্রদল ও শিবির নেতাসহ গ্রেফতার ৭ : বিক্ষোভ

রাজশাহী ব্যুরো

সেনাবাহিনীর সদস্যরা গত বুধবার ভোর রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি আবাসিক হলে আকস্মিক তল্লাশি চালিয়ে ছাত্রদল, শিবির এবং বহিরাগতসহ সাতজনকে গ্রেফতার করেছেন। এই সময় সেনা সদস্যরা হলের ঘুমন্ত সাধারণ ছাত্রদের জাগিয়ে তুলে কয়েকটি কক্ষ তছনছ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন পূর্বানুমতি ছাড়া এবং কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে আকস্মিক এ অভিযানের ঘটনায় শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাউন্সিলের জরুরি সভা ডেকে গতকাল বৃহস্পতিবারের পূর্বনির্ধারিত সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ক্লাস চলার কথা থাকলেও অঘোষিত ধর্মঘট পালিত হয়েছে ক্যাম্পাসে। ছাত্রদল ও শিবির নেতাদের মুক্তির দাবিতে উভয় সংগঠন ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে। সকাল সাড়ে ৮টায় ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি বাস ভাংচুর করে। গতকাল বিকাল পর্যন্ত গ্রেফতারকৃতদের কোন থানায় বা

রাবি : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৭

## রাবি : সেনা তল্লাশি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আদালতে হাজির করা হয়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং হলের আবাসিক ছাত্ররা জানায়, বুধবার ভোর ৪টার দিকে অর্ধশতাধিক সেনা সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরেবাংলা একে ফজলুল হক হলে গিয়ে গেটম্যানকে গেট খুলতে বলেন। গেটম্যান গেট খুলতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক গেট খুলতে বাধ্য করা হয়। পরে সেনা সদস্যরা হলের পূর্ব-৯ নম্বর কক্ষে গিয়ে হল শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আমিনুর রশীদ জিন্নাহকে খুঁজতে থাকেন। তাকে না পেয়ে সেনা সদস্যরা ওই রুমের বইপত্র এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তছনছ করেন। এ সময় সেনা সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে সাধারণ ছাত্ররা হলের মধ্যে ছোটাছুটি শুরু করে। সেনা সদস্যরা সেসময় কয়েকজন সাধারণ ছাত্রকে ধরে মারধর এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। এরপর তাঁরা হলের পশ্চিম-৫ নম্বর কক্ষ থেকে হল শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আমিনুর রশীদ জিন্নাহকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে ডেকে তুলে গ্রেফতার করেন।

ভোর সাড়ে ৪টার দিকে সেনা সদস্যের একটি দল শহীদ জিয়াউর রহমান হলে তল্লাশি চালিয়ে ২০৩ নম্বর কক্ষ থেকে হল শাখা শিবির সভাপতি কাজী মামুন রানাকে গ্রেফতার করে। এ সময় তারা শিবিরের সাবেক সভাপতি হেলাল উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ খান নূনের (বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিবির নেতা) নাম ধরে বিভিন্ন কক্ষে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। তাদের না পেয়ে সবুজ এবং দুলাল নামের দুই শিবির কর্মীকে আটক করে চড়থাপ্পড় মেরে ছেড়ে দেন। এরপর সেনা সদস্যরা শহীদ হবিবুর রহমান হলে ঢুকে ১৩১, ১৩৪, ১৩৫ ও ২১৩ নম্বর কক্ষে তল্লাশি চালান। ১৫৯ নম্বর কক্ষ থেকে শিবির কর্মী ইকবালকে গ্রেফতার করেন। এর আগে সেনা সদস্যরা শহীদ শামসুজ্জোহা হলে গিয়ে গেটম্যানকে দিয়ে জোরপূর্বক গেট খুলে নিয়ে ২৫০ নম্বর কক্ষ থেকে হল শাখা শিবির সভাপতির দুই আত্মীয় মামুন ও মোশাররফকে গ্রেফতার করেন। পাশের কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবিরের সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ থাকলেও সে কক্ষে তারা যাননি।

সেনা সদস্যরা মাদার বখশ হলে গিয়ে হল শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ আলম উজ্জ্বল এবং শিবিরের সাবেক সভাপতি এবাদত হোসেনকে খুঁজতে থাকেন। তাদের না পেয়ে ৪০৯ নম্বর কক্ষ থেকে শিবিরের সাথী তৌহিদ এবং ২২৬ নম্বর কক্ষ থেকে ছাত্রদল হল শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক লিটনকে গ্রেফতার করেন। চড়থাপ্পড় মারার পর লিটনকে ছেড়ে দেয়া হয়।

এ সময় জোহা হলের প্রাধ্যক্ষ আবু বক্কর সিদ্দিক ওই হলে ফোন করে সেনা সদস্যদের কাছে হঠাৎ করে বিনা অনুমতিতে তল্লাশির কারণ জানতে চাইলে তারা হল প্রাধ্যক্ষকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেন এবং টেলিফোন সেটটি ভাংচুর করেন। এরপর তারা এসএম ও মতিহার হলে তল্লাশি চালান।

সেনা সদস্যদের এই নিন্দনীয় ভূমিকার প্রতিবাদে ও গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতাকর্মীরা চারটি বাস ভাংচুর করে। এরপর সকাল ১০টায় এবং দুপুর সাড়ে ১২টায় ছাত্রদল ও শিবির পৃথকভাবে ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করেছে। মিছিল শেষে শিবির নেতাকর্মীরা প্রশাসন ভবন অবরোধ করে সেখানে সমাবেশ করে। সমাবেশে শিবির সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, সেনা সদস্য তো দূরে কথা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি নিতে হবে। তিনি এর দায়ভার প্রশাসনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে শীর্ষ কর্মকর্তাদের পদত্যাগ দাবি করেন। ছাত্রদলও মিছিল শেষে প্রশাসন ভবন অবরোধ করে সমাবেশ করে। বেলা ১১টার দিকে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এ ব্যাপারে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম শাহাদৎ হোসেন মণ্ডল বলেন, গ্রেফতারকৃতদের ছাড়িয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সেনা সদস্যদের ভূমিকাকে তিনি দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন। উপাচার্য বর্তমানে ছুটিতে রাজশাহীর বাইরে রয়েছেন। এ ব্যাপারে রাজশাহী সেনানিবাসে যোগাযোগ করা হলে সেখান থেকে বলা হয়েছে, কোন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নেই। যারা আছেন তারা কথা বলতে পারবেন না।